# চতুর্থ অধ্যায়

## রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

গত দু'দশক যাবত বাংলাদেশে বাজারমুখী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারের ভূমিকা পুনঃ নির্ধারিত (redefined) হয়েছে। বাংলাদেশের রাজস্ব নীতি নির্ধারণে উল্লিখিত সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। লক্ষ্য করা যাবে আশির দশকে কৃষি ও খাদ্যখাতে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি প্রত্যাহার, নব্বই-এর দশকে ভ্যাট প্রথার প্রবর্তন এবং উৎপাদনখাতে ক্রমান্বয়ে সরাসরি সরকারি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিতকরণ সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উপরিউক্ত সংস্কার কর্মসূচিরই ফলশ্রুতি।

সুষ্ঠু রাজস্বনীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা বস্তুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান শর্ত। বাংলাদেশের রাজস্বনীতির মূল লক্ষ্য হল সহনীয় মাত্রার বাজেট ঘাটতির পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও তা সুষ্ঠুখাতে সঞ্চালন এবং অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশন নামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠন করে। কর্মমেয়াদ শেষে উভয় কমিশন ইতোমধ্যে তাদের চূড়ান্ত সুপারিশমালা পেশ করেছেন। সরকারের রাজস্বনীতি নির্ধারণে কমিশনদ্বয়ের সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে।

দেশের অর্থনীতির উপর সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের প্রভাবই পড়ে। ফলে সুষ্ঠু রাজস্বনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এছাড়া, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য বা বাজেট ঘাটতি বেশী হলে এরও বিরূপ প্রভাব সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য অংশের উপর পড়ে । একারণে, সামগ্রিকভাবে সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

### সরকারি আয়

সরকারের মোট আয়ের ৮০ শতাংশই কর রাজস্ব হতে প্রাপ্ত। বিগত দশকের অর্থবছর সমূহের কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হলঃ

**সারণি ৪.১ঃ রাজস্ব প্রাপ্তি**

(কোটি টাকায়)

| | ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৭-৯৮ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট রাজস্ব | ১২৪৮৯ | ১৫০০৮ | ১৫৩৩৩ | ১৭৩৮৫ | ১৯০২০ | ১৯৭৬৭ | ২০০৭৪ | ২৪৩৪২ | ২৭৮৯৩ | ৩১১২০ | ৩৬১৭১ |
| কর রাজস্ব | ৯৫৮০ | ১২০৫৪ | ১২১২৪ | ১৪২৬১ | ১৫৩৯০ | ১৬১৬৭ | ১৬০৭৯ | ১৯৭৭৮ | ২১৩৩২ | ২৪৯৫০ | ২৯০৭১ |
| কর বহির্ভূত রাজস্ব | ২৯০৯ | ২৯৫৪ | ৩২০৯ | ৩১২৪ | ৩৬৩০ | ৩৬০০ | ৩৯৯৫ | ৪৫৬৪ | ৬৫৬১ | ৬১৭০ | ৭১০০ |
| **স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হার হিসাবে** | | | | | | | | | | | |
| মোট রাজস্ব | ৯.২২ | ৯.৮৪ | ৯.২২ | ৯.৬২ | ৯.৫০ | ৯.০০ | ৮.৪৭ | ৯.৬০ | ১০.২১ | ১০.৩৫ | ১০.৮৭ |
| কর রাজস্ব | ৭.০৭ | ৭.৯০ | ৭.২৯ | ৭.৮৯ | ৭.৬৯ | ৭.৩৬ | ৬.৭৮ | ৭.৮০ | ৭.৮১ | ৮.৩০ | ৮.৭৪ |
| কর বহির্ভূত রাজস্ব | ২.১৫ | ১.৯৪ | ১.৯৩ | ১.৭৩ | ১.৮১ | ১.৬৪ | ১.৬৯ | ১.৮০ | ২.৪০ | ২.০৫ | ২.১৩ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিবিএস। ২০০২-০৩ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির তথ্য মধ্যমেয়াদি সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে নির্ণীত হয়েছিল। এ বছর তা সংশোধন করে ২০০২-০৩ এর সংশোধিত বাজেটের তথ্য সন্নিবেশিত করা হল। ২০০৩-০৪ -এর তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক।

রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০০-০১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৪,১৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৪,৩৪২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ০.৬ শতাংশ বেশী। ২০০১-০২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৮,৪৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৭,৮৯৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০০৪ পর্যন্ত আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৭৫০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে ২০,৩৯০.২৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.০৬ শতাংশ। মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ছিল ৯.১৩ শতাংশ, ২০০১-০২ অর্থবছরে তা কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.২১ শতাংশ । ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ অনুপাত ১০.৩৪ শতাংশে দাড়াঁয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ অনুপাত ১০.৮৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য একটি দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর ব্যবস্থার পাশাপাশি কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রবর্তনও জরুরী। কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হারে ব্যবহারকারীর/ভোক্তা মাশুল (User Charge) আরোপের মাধ্যমে অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব।

## কর ব্যবস্থাপনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর বাংলাদেশের করনীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত। দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, বাস্তবমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়কে লক্ষ্য রেখে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

**বক্স ৪.১ঃ প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত করমুক্ত করা হয়েছে;
- ব্যক্তি শ্রেণীর ও কর্পোরেট করদাতাদের আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে যে কর ফাঁকির চেষ্টা হয় তা রোধের লক্ষ্যে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত আইন সুসংহত করা হয়েছে;
- কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে এবং কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিচালকদের টিআইএন সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স আছে এবং ব্যাংক হিসেবে পরিচালনা করে এমন ব্যবসায়ী বা পেশাজীবীর জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ বা ট্রেড এসোসিয়েশনের কোন সদস্য এবং সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়িত্তশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহুত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- অডিট ফার্মসহ পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে;
- শেয়ার হোল্ডারদের উপার্জিত ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত রেখে কোম্পানিসমূহের ডিভিডেন্ড প্রদানের বেলায় ডিভিডেন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে;
- পুঁজি বাজার বিকাশের লক্ষ্যে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে যে কোন অঙ্কের বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণ করার বিধান করা হয়েছে;
- উৎসে কর্তিত কর সঠিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য উৎসে কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে খাতাপত্র পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আয়কর কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে;
- অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার জন্য নিবাসী ও অনিবাসী সকল করদাতার পেনশন আয়করমুক্ত করা হয়েছে;
- ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হস্তান্তর থেকে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি বিকাশের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর রপ্তানি আয়কে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত হ্রাসকৃত ১০% হারে কর প্রদানের সুবিধা দেয়া হয়েছে;
- বস্ত্রের সাথে জড়িত সকল প্রকার পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোম্পানির আয়কে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত হ্রাসকৃত ২০% হারে কর প্রদানের সুবিধা দেয়া হয়েছে।

**বক্স ৪.২ঃ পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ**

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য কম রাখতে জনসাধারণের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য গমের মোট করভার ১৪% থেকে আরও হ্রাস করে ৭.৫% নির্ধারণ এবং পরিশোধিত পাম অয়েলের শুল্ক-হার হ্রাস করে মোট করভার ২৩.৬৩% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া-

- নিত্য প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় আরো ৫০টি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার শূন্য করা হয়েছে;
- ১৭৫টি পণ্যের AIT (৩%) হার তুলে নেয়া হয়েছে;
- ১০০টি পণ্যের IDSC (৪%) তুলে নেয়া হয়েছে; এবং
- সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ৩২.৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

**কৃষি খাত ঃ**

কৃষি প্রধান বাংলাদেশ কৃষকদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশীয় কৃষিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করতে ২০০৩-২০০৪ এর বাজেটে মাছের পোনা, breeding animal, poultry parent stock, বীজ ও কয়েকটি সারের আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৬.৫% শুল্ক কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

**শিল্প খাতঃ**

দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য সামগ্রী আমদানি হচ্ছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে-

- এ বিবেচনায় বিদেশি সিরামিক সামগ্রীর আমদানি নিরুৎসাহিত করতে এর উপর আমাদানি পর্যায়ে আইটেম ভেদে ৪০% ও ৫০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে।
- দেশে উৎপাদন ও সংযোজন শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে, একারণে পার্টিকেল বোর্ড, প্লাই উড ও কার্পেট, রিফ্রিজারেটর, রঙ্গিন টেলিভিশন এর উপর আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
- একই কারণে গ্লাস ও গ্লাস মিরর এর উপর আমদানি পর্যায়ে ৪০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

**স্বাস্থ্য সেবা খাতঃ**

জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যয় আরো কিছুটা লাঘব করতে বেশ কিছু চিকিৎসা সামগ্রীর উপর থেকে আমদানি পর্যায়ে সকল প্রকার শুল্ক-কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

**পরিবেশ ও জ্বালানি খাতঃ**

- বিকল্প জ্বালানি হিসাবে দেশব্যাপী এলপি গ্যাস সুলভ করতে গ্যাস সিলিন্ডার এবং সিলিন্ডার তৈরিতে ব্যবহার্য রেগুলেটর, ভাল্ব ও হোস পাইপের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর হ্রাস করা হয়েছে।
- Refrigerator ও Air Conditioner এ ব্যবহার্য CFC-12 গ্যাস পরিবেশের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর হওয়ায় এ পণ্যের উপর বিদ্যমান ১৫% শুল্ক হার বৃদ্ধি করে ২২.৫% এ নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব HFC-134a গ্যাসের আমদানি শুল্ক ১৫% হতে কমিয়ে ৭.৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জ্বালানি তেলের বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০% ও ২০% হতে হ্রাস করে যথাক্রমে ২৫% ও ১৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২.৫% এ হ্রাস করার ফলে এখাতে মোট করভার প্রায় ১১% শতাংশ কমে যাবে।
- দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা হতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকল্পে মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কর আরোপ ও নিরূপণের ভিত্তি এবং পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে করদাতা সহায়ক ও সহজীকরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু মনিটরিং ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেও জোরদার করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এ খাতে স্থানীয় পর্যায়ে আদায় হয়েছে মোট ৭,১১৭.০০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে শতকরা ২২.৭৫% বেশী। এছাড়া ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত (স্থানীয় পর্যায়ে) মোট ৩,৭২৯.৪৯ কোটি টাকা আদায়ের বিপরীতে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের একই সময়ে ৪,২৩৮.৯৯ কোটি টাকা মূসক আদায় হয়েছে যা শতকরা হিসেবে ১৩.৬৬ ভাগ বেশি।
- অভ্যন্তরীণ পরোক্ষ করের একটি প্রধান খাত হচ্ছে সিগারেট। এ খাত হতে বর্ধিত পরিমাণে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০০১ থেকে স্ট্যাম্প ও জানুয়ারি ২০০২ থেকে ব্যান্ডরোল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন বিদেশি সিগারেট চোরাচালান বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে স্থানীয় উৎপাদনে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ধারনা থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২রা মে ২০০৪ তারিখ থেকে কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার ও টয়লেট সাবানের উৎপাদন পর্যায়ে মূসক স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবস্থা প্রচলন করতে যাচ্ছে।
- পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সহনীয় পর্যায়ে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে করের ভিত্তি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং আদায় পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপশি যেখানে কমিটি সফলভাবে কাজ করছে না সেখানে মূসক আইন, বিধিমালা ও পদ্ধতি মোতাবেক কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।
- কর প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর প্রদানে করদাতাদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং কর পদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন ডিএফআইডি অর্থায়য়িত প্রকল্প সহায়তায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে। ফলে করদাতাদের রাজস্ব প্রদানে ভয়-ভীতি লোপ পেয়েছে এবং রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
- সেবা খাতে রাজস্ব অর্জনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে পূর্বের বহু সংখ্যক সংকুচিত মূল্যভিত্তিক হারকে ২/৩টি হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

**অন্যান্য**

- নতুন পুরানো নির্বিশেষে সকল গাড়িকে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য বিদ্যমান অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে অনধিক ৩ বছর পর্যন্ত পুরানো/রি-কন্ডিশন গাড়ীকে Taxi Cab হিসাবে রেয়াতি সুবিধায় আমদানির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ রেয়াতি সুবিধা নতুন পুরনো নির্বিশেষে ১২৫০ সিসি এর উর্দ্ধের (২০০০ সিসি পর্যন্ত) সকল গাড়ির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

## রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূল্যসংযোজন কর থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেশী। রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমাদানি শুল্ক। এরপর আয় কর, আবগারি কর এবং অন্যান্য করের অবস্থান। সর্বোপরি দেখা যায় যে, সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে মূল্য সংযোজন করের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন মোট কর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৩,৭৭০.৪২ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এ আদায় ৩,৫৬৩.২১ কোটি টাকা বা ১৭.৬৩ শতাংশ বেশি। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে প্রথম ১০ (দশ) মাসে (এপ্রিল, ২০০৪ পর্যন্ত) আদায় হয়েছে ২০,৩৯০.২৬ কোটি টাকা যা গত বছরের (২০০২-২০০৩) একই সময়ের তুলনায় ১,৭৬০.৪২ কোটি টাকা বা ৯.৪৫ শতাংশ বেশী। নিম্নে ২০০২ হতে ২০০৪ -এর এপ্রিল পর্যন্ত খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণী তুলে ধরা হলঃ

**সারণি- ৪.২ঃ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়**

| ক্রমিক নং | রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ | আদায় মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত | আদায় মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত | আদায় এপ্রিল, ০৪ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | আমদানি শুল্ক | ৩৭৮০.৯৯ | ৪৮৬৭.০৪ | ৫৭১৮.৯১ |
| ২. | মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়) | ২৬৮৩.১৭ | ২৯৮৫.২৬ | ৩৫৬৬.৪৩ |
| ৩. | সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে) | ৯৬৭.৭২ | ৯৫২.৫৭ | ১৪৩৬.০২ |
| | **মোট** | **৭৪৩১.৮৮** | **৮৮০৪.৮৭** | **১০৭২১.৩৬** |
| ৪. | আবগারী শুল্ক | ২১৫.৬১ | ২৫৬.১০ | ১৫৪.৩১ |
| ৫. | মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়) | ২১৪৪.৮১ | ২৪৯০.৫৬ | ৩২৬৮.৭৮ |
| ৬. | সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়) | ১৬০৪.৫৯ | ২২৬০.৮১ | ২৮৭৭.১৬ |
| | **মোট** | **৩৯৬৫.০১** | **৫০০৭.৪৭** | **৬৩০০.২৫** |
| ৭. | আয়কর | ২৩২১.৯২ | ২৬৭৪.৫৮ | ৩১২৫.৩৮ |
| ৮. | অন্যান্য কর ও শুল্ক | ১১৮.০০ | ১৭৮.৯৫ | ২৪৩.২৭ |
| | **সর্বমোট** | **১৩৮৩৬.৮১** | **১৬৬৬৫.৮৭** | **২০৩৯০.২৬** |

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

**লেখচিত্র ৪.১ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়**

**(২০০৩-০৪ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত)**

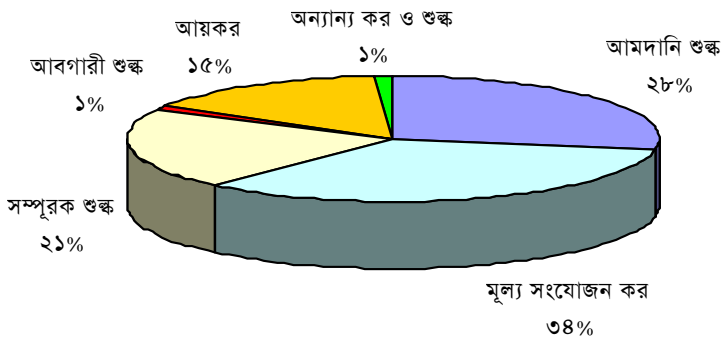

### সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের মধ্যে মূলতঃ রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। এছাড়া সরকারকে প্রশাসনিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডেও ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সরকারী ব্যয় ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিগত দশকের অর্থবছর সমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি'র (নতুন সিরিজের) শতকরা হিসাবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হল।

**সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়**

(কোটি টাকায়)

| | ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৭-৯৮ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ) | ২০৩৬৮ | ২২০১৩ | ২৩১৬৫ | ২৪০৮২ | ২৫৮৫৯ | ২৯৭৭৯ | ৩৪৪৬৪ | ৩৭৩৯৯ | ৪০৭৫৭ | ৪৩৯০৪ | ৫১৯৮০ |
| (ক) রাজস্ব ব্যয় | ৯১০৬ | ১০১৪৫ | ১১৭১২ | ১২৩০৫ | ১৪২৩২ | ১৬৫৬২ | ১৮১৯৫ | ২০৫৩৬ | ২২৭০০ | ২৫৩০৭ | ২৮৯৬৯ |
| (খ) উন্নয়ন ব্যয়[১] | ৮৭৮৭ | ১০১২১ | ৯৮৬৬ | ১০৮৮৬ | ১০৮৬৭ | ১২৩২৫ | ১৫২২১ | ১৫৯০১ | ১৫০৫০ | ১৬৯০০ | ২০৩০০ |
| (গ) অন্যান্য ব্যয় | ২৪৭৫ | ১৭৪৭ | ১৫৮৭ | ৮৯১ | ৭৬০ | ৮৯২ | ১০৪৮ | ৯৬২ | ৩০০৮ | ১৬৯৭ | ২৭১১ |
| **জিডিপি'র শতকরা হার হিসাবে** | | | | | | | | | | | |
| সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ) | ১৫.০৪ | ১৪.৪৩ | ১৩.৯৩ | ১৩.৩৩ | ১২.৯২ | ১৩.৫৫ | ১৪.৫৪ | ১৪.৭৫ | ১৪.৯২ | ১৪.৬১ | ১৫.৬৩ |
| (ক) রাজস্ব ব্যয় | ৬.৭২ | ৬.৬৫ | ৭.০৪ | ৬.৮১ | ৭.১১ | ৭.৫৪ | ৭.৬৭ | ৮.১০ | ৮.৩১ | ৮.৪২ | ৮.৭১ |
| (খ) উন্নয়ন ব্যয় | ৬.৪৯ | ৬.৬৪ | ৫.৯৩ | ৬.০২ | ৫.৪৩ | ৫.৬১ | ৬.৪২ | ৬.২৭ | ৫.৫১ | ৫.৬২ | ৬.১০ |
| (গ) অন্যান্য ব্যয় | ১.৮৩ | ১.১৫ | ০.৯৫ | ০.৪৯ | ০.৩৮ | ০.৪১ | ০.৪৪ | ০.৩৮ | ১.১০ | ০.৫৬ | ০.৮১ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৩-০৪ সালের তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক। ২০০২-০৩ অর্থবছরের রাজস্ব ব্যয়ের তথ্য মধ্যমেয়াদি সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে নির্ণীত হয়েছিল। এ বছর তা সংশোধন করে ২০০২-০৩ -এর সংশোধিত বাজেটের তথ্য সন্নিবেশিত করা হল।

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয় ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল প্রায় ১৫.০৪ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা ১৫.৬৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

### রাজস্ব ব্যয়ের গঠন

সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের বিশ্লেষণে (পরিশিষ্ট সারণি-২০) দেখা যায়, ২০০০-০১ অর্থবছরে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় ছিল ৩১ শতাংশ। ২০০১-০২ অর্থবছরে তা হ্রাস পায় ২৯ শতাংশে । ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ অনুপাত ছিল ২৮ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ অনুপাত ২৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে । ২০০০-০১ অর্থবছরে ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর খাতে ব্যয় ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ২৭ শতাংশ এবং ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ অর্থবছরে তা ছিল ২৮ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা প্রায় ২৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের অংশ ছিল ২০ শতাংশ। ২০০১-০২ অর্থবছরে তা ১৯.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রায় তা ২২ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরেও তা ২২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

### বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয়ের গঠন

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে এডিপি'র প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৪.৩ শতাংশ ছিল (সারণি ৪.৪) । ২০০০-০১ অর্থবছরে তা ৮৮.১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০২-০৩ অর্থবছরেও এ ব্যয় ছিল ৯০.০ শতাংশ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত এডিপি'র প্রকৃত ব্যয় ৪৮.৪ শতাংশ।

[১] 'নিজস্ব অর্থায়ন' ব্যতীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর 'প্রকৃত' ব্যয়।

## সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বছর | মূল বরাদ্দ | সংশোধিত বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার |
| ১৯৯১-৯২ | ৭৫০০ | ৭১৫০ | ৬০২৪ | ৮৪.৩ |
| ১৯৯২-৯৩ | ৮৬৫০ | ৮১২১ | ৬৫৫০ | ৮০.৭ |
| ১৯৯৩-৯৪ | ৯৭৫০ | ৯৬০০ | ৮৯৮৩ | ৯৩.৬ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১১০০০ | ১১১৫০ | ১০৩০৩ | ৯২.৪ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১২১০০ | ১০৪৪৭ | ১০০১৬ | ৯৬.০ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১২৫০০ | ১১৭০০ | ১১০৪১ | ৯৪.০ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ১২৮০০ | ১২২০০ | ১১০৩৭ | ৯০.৫ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ১৩৬০০ | ১৪০০০ | ১২৫০৯ | ৮৯.৪ |
| ১৯৯৯-০০ | ১৫৫০০ | ১৬৫০০ | ১৫৪৭১ | ৯৩.৮ |
| ২০০০-০১ | ১৭৫০০ | ১৮২০০ | ১৬২৪০ | ৮৯.২ |
| ২০০১-০২ | ১৯০০০ | ১৬০০০ | ১৪০৯০ | ৮৮.১ |
| ২০০২-০৩ | ১৯২০০ | ১৭১০০ | ১৫৪৩৪ | ৯০.০ |
| ২০০৩-০৪ | ২০৩০০ | ১৯০০০ | ৯১৮৯* | ৪৮.৪* |

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। (সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী)। *তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই, ২০০৩ হতে মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত)।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বাজার অর্থনীতির যুগে সরকারের অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। ২০০০-০১ অর্থবছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যয় মোট এডিপি ব্যয়ের ২০.০৬ শতাংশ ছিল। ২০০১-০২ অর্থবছরে তা ২২.১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ ব্যয় ২০.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা ২৩.১৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০০১-০২ অর্থবছরে শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ব্যয় মোট এডিপি'র ৪১.২ শতাংশ ছিল। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় মোট এডিপি ব্যয়ের প্রায় ৩৭.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা ৪১.১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

## সারণি ৪.৫ঃ এডিপি ব্যয় (প্রকৃত) এর খাতওয়ারী গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)

| | ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৭-৯৮ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি | ৫.৮ | ৫.৩ | ৪.৫ | ৫.০ | ৪.৫ | ৪.৯ | ৪.৭ | ৪.৫ | ৪.৪ | ৩.৭৪ | ৪.০৮ |
| পল্লী উন্নয়ন | ৫.৩ | ৬.৬ | ৬.৮ | ৮.৪ | ৮.২ | ১০.১ | ১২.২ | ১২.২ | ১১.১ | ১০.০৯ | ১২.২৩ |
| পানি সম্পদ | ৬.৩ | ৬.৩ | ৫.৬ | ৮.২ | ৮.১ | ৭.০ | ৬.৯ | ৬.১ | ৫.৪ | ৪.২৯ | ৩.৮১ |
| শিল্প | ১.৭ | ১.৩ | ১.৫ | ১.৪ | ০.৮ | ০.৮ | ১.৭ | ৩.৩ | ১.৯ | ১.১৪ | ২.৪৮ |
| শক্তি | ১৩.৫ | ১৪.৮ | ১৩.৭ | ১৩.৫ | ১০.৯ | ১২.০ | ১২.৯ | ১২.২ | ১২.১ | ১৩.৭০ | ১৬.২৭ |
| গ্যাস, তৈল, প্রাকৃতিক সম্পদ | ৩.৬ | ২.৩ | ৪.১ | ৪.৪ | ৪.৯ | ৪.৭ | ৪.৩ | ২.৫ | ৩.১ | ৪.০০ | ৪.৬২ |
| পরিবহন | ১৭.২ | ১৮.৯ | ২০.১ | ২২.৪ | ১৯.৭ | ১৭.৯ | ১৭.৪ | ২০.৪ | ১৯.৯ | ১৬.১৫ | ১৭.৮৩ |
| যোগাযোগ | ৬.০ | ৪.৪ | ২.৯ | ১.৯ | ১.৬ | ২.৮ | ৩.১ | ২.৮ | ৬.১ | ৩.৬৩ | ২.৪৪ |
| ভৌত পরিকল্পনা গৃহ | ৩.৫ | ৪.৭ | ৪.৬ | ৫.৪ | ৫.১ | ৫.৪ | ৭.০ | ৭.৫ | ৬.৬ | ৫.৬১ | ৫.৭৭ |
| শিক্ষা ও ধর্ম | ১০.২ | ১৪.২ | ১৩.০ | ১৩.২ | ১২.৯ | ১৩.৫ | ১২.৮ | ১৩.৩ | ১৪.২ | ১৩.৮৮ | ১২.৭৯ |
| স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা | ৭.৭ | ৮.২ | ৬.৯ | ৭.৯ | ৯.১ | ৮.২ | ৮.১ | ৭.৩ | ৭.৯ | ৬.৭২ | ১০.৩৮ |
| অন্যান্য | ১৯.১ | ১৩.০ | ১৬.৪ | ৮.১ | ১৪.১ | ১২.৮ | ৯.১ | ৭.৮ | ৭.৪ | ১৭.০০ | ৭.৩০ |
| মোট এডিপি | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০ |

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তথ্য সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

### বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশলের পটভূমিতে বাজেট প্রণীত হয়। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হওয়ায় বাজেটে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সারণি ৪.৬ -এ গত দশকের বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ানের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলঃ

## সারণি ৪.৬ ঃ বাজেট ঘাটতি[২]

(জিডিপি-এর %)

| | ১৯৯২-৯৩ | ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৭-৯৮ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) | -৩.৮ | -৫.৮ | -৪.৬ | -৪.৭ | -৩.৭ | -৩.৪ | -৪.৬ | -৬.১ | -৫.১ | -৪.৭ | -৪.২* | -৪.৮ |
| সার্বিক বাজেট ঘাটতি[৩] (বৈদেশিক অনুদান সহ) | -১.৩ | -৩.৭ | -২.২ | -৩.০ | -২.০ | -২.১ | -৩.২ | -৪.৫ | -৪.১ | -৩.৭ | -৩.৪ | -৪.৩১ |
| নীট বৈদেশিক অর্থায়ন[৪] | ৪.৫ | ৩.৮ | ৩.৮ | ২.৮ | ২.৮ | ২.৩ | ২.৫ | ২.৫ | ২.০ | ২.১ | ২.৩ | ২.৮০ |
| নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন[৫] | ১.২ | ১.৮ | ০.৭ | ১.৮ | ১.৫ | ১.৬ | ১.৯ | ২.৮ | ২.৮ | ২.৬ | ১.৯ | ২.০০ |

* প্রকৃত সরকারি হিসাব অনুযায়ি ২০০২-০৩ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ঘাটতি ৩.৫ শতাংশ।
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৯৯২-৯৩ হতে ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) মোটামুটিভাবে প্রায় ৪.৪ শতাংশে সীমিত ছিল। বিগত সরকারের আমলে সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি অনুসৃত হওয়ায় বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে তা মোট দেশজ উৎপাদের প্রায় ৬.১ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০০-০১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ছিল মোট দেশজ উৎপাদের ৫.১ শতাংশ। বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজস্বখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ২০০১-০২ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ৪.৭ শতাংশে হ্রাস পায়। বর্তমান ২০০২-০৩ অর্থবছরে এই ঘাটতি ৪.২ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি ৪.৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বাজেট ঘাটতি হ্রাস করার পাশাপাশি সরকার ঘাটতি অর্থায়নেও বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। উল্লেখ্য যে, ঘাটতির পরিমাণের চেয়েও ঘাটতি কিভাবে অর্থায়ন করা হয়েছে তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গত ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ঘাটতি অর্থায়নের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এ দু'বছরে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎসের তুলনায় অধিক পরিমাণে বিদেশ থেকে সহজ শর্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান দ্বারা ঘাটতি অর্থায়ন করেছে। ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উচ্চ সুদে সরকারি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায়- যা ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার এবং এর অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের কারণে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান অনেকখানি হ্রাস পায় (সারণি ৪.৭)।

### সারণি ৪.৭ঃ এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

| | ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ | ১৯৯৭-৯৮ | ১৯৯৮-৯৯ | ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এডিপি | ৯৬০০ | ১১১৫০ | ১০৪৪৭ | ১১৭০০ | ১২২০০ | ১৪০০০ | ১৬৫০০ | ১৮২০০ | ১৬০০০ | ১৭১০০ | ১৯০০০ |
| বৈদেশিক উৎস[৬] | ৬১৬০ | ৬৩৫২ | ৬০৩৩ | ৫৯৭৫ | ৬৬৭৯ | ৮১৮৮ | ৮২৭৪ | ৮৬৭০ | ৮২১৫ | ৮২৪১ | ৯৪১০ |
| মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ[৭] | ৩৪৪০ | ৪৭৯৮ | ৪৪১৪ | ৫৭২৫ | ৫৫২১ | ৫৮১২ | ৮২২৬ | ৯৫৩০ | ৭৭৮৫ | ৮৮৫৯ | ৯৫৯০ |
| এডিপি'র শতকরা হিসাবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ | ৩৫.৮৩ | ৪৩.০৩ | ৪২.২৫ | ৪৮.৯৩ | ৪৫.২৫ | ৪১.৫১ | ৪৯.৮৫ | ৫২.৩৬ | ৪৮.৬৬ | ৫১.৮১ | ৫০.৪৭ |

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন।

[৩] ২০০২-০৩ অর্থবছরের তথ্য সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক । ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক। অন্যান্য বছরের তথ্য প্রকৃত।

৪আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুসৃত রীতি অনুযায়ী বৈদেশিক অনুদান সরকারের প্রাপ্তি হিসেবে পরিগণিত । কেননা, এই অনুদান ফেরতের দায়মুক্ত।

[৪] নীট বৈদেশিক অর্থায়ন = (বৈদেশিক ঋণ+অনুদান) - বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ।

[৫] নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন = নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ + ব্যাংকিং খাত হতে গৃহীত ঋণ। {যেখানে,নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ = মোট সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় - সঞ্চয়পত্র বাবদ আসল পরিশোধ}। এক আর্থিক বছরের খরচ পরবর্তী বছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট/Check Float) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি (Errors & Omission) জনিত কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

[৬] প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও অন্যান্য।

[৭] মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ = এডিপি - বৈদেশিক উৎস

**সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা**

অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, উৎপাদন বৃদ্ধি, ঘাটতি বাজেট পূরণ, সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় ইত্যাদি কারণে সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

## সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Debt)

সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক-এই উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিস্থিতি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে সরকারের আভ্যন্তরীণ মোট ঋণ গ্রহণের পরিমান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ১৯৯১-৯২ সালে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪০.২২ কোটি টাকা সেখানে ২০০৩-০৪ (ফ্রেব্রুয়ারি, ০৪ পর্যন্ত) অর্থবছরে তা বেড়ে ৩,১৩৬.২৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সরকারের আভ্যন্তরীণ উৎসরে মধ্যে ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণের চেয়ে ব্যাংক বর্হিভূত উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেশি। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ১৭৩.১০ কোটি টাকা যেখানে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণের পরিমাণ ৪৬৭.১২ কোটি টাকা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২-০৩ সালে ব্যাংকিংখাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১,১০১.৮০ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ব্যাংকিংখাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৩১৫.৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ব্যাংক বর্হিভুত উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে এই পরিমাণ ছিল ৪৬৭.১২ কোটি টাকা যেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৭৬৮.১০ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩,৪৫১.৫৬ কোটি টাকা।

১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী ২০০৪ পর্যন্ত) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত সরকারী ঋণের (নীট) বছরওয়ারি পরিসংখ্যান এবং বিগত ৫ বছরে উৎসভিত্তিক সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের গতিধারা নিম্নে পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখানো হলো।

**সারণি-৪.৮ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)**
**১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৩-০৪ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত**

(‡KwU UvKvq)

| অর্থবছর | ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট) | | | ব্যাংক বহির্ভুত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ | সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ | জিডিপি এর % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ | তফসিলী ব্যাংকসমুহ হতে গৃহীত ঋণ | মোট ঋণ | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪=২+৩ | ৫ | ৬=৪+৫ | ৭ |
| ১৯৯০-৯১ | -০.৬০ | ১৭৩.৭০ | ১৭৩.১০ | ৪৬৭.১২ | ৬৪০.২২ | - |
| ১৯৯১-৯২ | -৪৮০.৮০ | ১৯১৮.৬০ | ১৪৩৭.৮০ | ৮০৬.০৪ | ২২৪৩.৮৪ | ১.৯ |
| ১৯৯২-৯৩ | ২৫০.৯০ | ৪৫.৬০ | ২৯৬.৫০ | ১১৫৭.৫০ | ১৪৫৪.০০ | ১.২ |
| ১৯৯৩-৯৪ | -৪৩৮.২০ | ১১৯৮.১০ | ৭৫৯.৯০ | ৭৫১.৩০ | ১৫১১.২০ | ১.১* |
| ১৯৯৪-৯৫ | ২৪৪.৪০ | -৩১২.৪০ | -৬৮.০০ | ১০৯৮.২০ | ১০৩০.২০ | ০.৭ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১৭৮২.৮০ | -৮৬.৬০ | ১৬৯৬.২০ | ১৫৯৭.০০ | ৩২৯৩.২০ | ১.৮ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১৪৫২.১০ | ২৫৪.৯০ | ১৭০৭.০০ | ৯৪৭.৪২ | ২৬৫৪.৪২ | ১.৫ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৮০৬.৬০ | ৪৪৮.২০ | ১২৫৪.৮০ | ১৯০৫.১৭ | ৩১৫৯.৯৭ | ১.৬ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ১০৬৪.৪০ | ৯১২.২০ | ১৯৭৬.৬০ | ২৭৭২.৪৪ | ৪৭৪৯.০৪ | ১.৯ |
| ১৯৯৯-০০ | ১৭৩৮.১০ | ১৭৮৬.২০ | ৩৫২৪.৩০ | ৩২২৯.৬৮ | ৬৭৫৩.৯৮ | ২.৮ |
| ২০০০-০১ | ২০০৯.৩০ | ৮৯৫.১০ | ২৯০৪.৪০ | ৪২০৮.৪২ | ৭১১২.৮২ | ২.৮ |
| ২০০১-০২ | ১৮৮২.৭০ | ৬০৪.৪০ | ২৪৮৭.১০ | ৪৭৮১.৪০ | ৭২৬৮.৫০ | ২.৬ |
| ২০০২-০৩ | -৪৫৮৬.৭০ | ৩৪৮৪.৯০ | -১১০১.৮০ | ৪৭৬৮.১০ | ৩৬৬৬.৩০ | ১.২** |
| ২০০৩-০৪ (ফেব্রু'০৪ পর্যন্ত) | -৭৭১.২০ | ৪৫৫.৯০ | -৩১৫.৩০ | ৩৪৫১.৫৬ | ৩১৩৬.২৬ | - |

উৎস ঃ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতঃপূর্বে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ জিডিপি'র শতকরা ১.৮ শতাংশ।
** বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত ঋণ বিতরণের তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত।

লেখচিত্র-৪.২ সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ

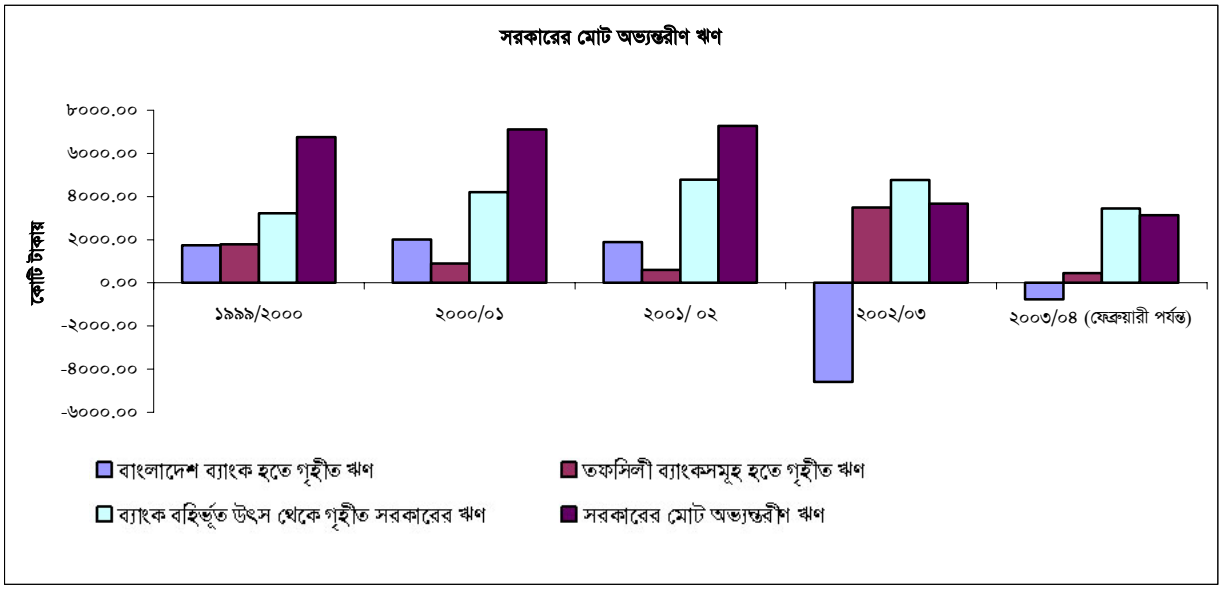


বাংলাদেশে বর্তমান ঋণব্যবস্থা টেকসই পর্যায়ে রয়েছে। তবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত খাতসমূহের অলাভজনক পরিস্থিতির কারণে এসব খাতে ঋণের দায় বেড়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার রাষ্ট্রায়াত্ত খাত সংস্কার কার্যক্রমকে আরো গভীরতর ও জোরদার করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।